ব্যবধান

শ্রীনির্ম্মলেন্দু গাঙ্গুলী।
প্রথম বর্ষ বিজ্ঞান।

অনেক সন্ধ্যা হ'ল আজ গত ; কোথা তুমি আছ ভাই,
দিনের সোপানে নামিয়া চ'লেছি, কোন খোঁজ তব নাই।
সে দিন আকাশে ছিল নাক মেঘ, ছিল নাক কোলাহল,
আমারে যেদিন ছাড়িতে বন্ধু, ফেলেছিলে আঁখিজল।
সে আকাশ আজ আর হেথা নাই, আসিয়াছে মেঘজাল ;
গগনের পথে শুধু গভীরতা, শুধু দুখ জঞ্জাল।
ঝর ঝর ঝর কেবল কান্না ভালো নাহি লাগে আর,
মরমের তলে তব ছায়াখানি আনে যে বেদনভার।
নদীটীর ধার জ'লে টল্ মল্, ভ'রে গেছে বালু-তীর ;
আমাদের সেই 'পান্থনিবাস' বুকে ধরে তা'র নীর।
বট তরু ছায়ে বসা মহাদায়, একা নাহি লাগে ভালো,
নয়নে ঠিকরি শূলসম ঝরে সেই সে ভোরের আলো।
সন্ধ্যা, আকাশে পরায়ে চ'লেছে রক্তবেদীর টিপ্
আর মোর করে হেরিবে না ভাই, কুন্দকেতকী নীপ।
ছাড়িয়াছি ভাই মাঠে চলাফেরা ভালো নাহি লাগে আর,
ধরণী আমার কণ্ঠে দিতেছে করুণ স্মৃতির হার।
সামনের সেই গোলাপের ঝোপ্ ক্ষত, তা'র নাহি চিন,
পুকুরের জলে বাজিবে না আর তা'দের ছায়ার বীণ।
করুণ কেবল করুণ বাঁশরী বাজিতেছে চ'রি ধারে ;
পথের শেষের শেষ স্মৃতিটুকু ধ্বনিছে জীবন ভারে।

ধীরে ধীরে বেশ চলিয়াছে ভাই সকাল সন্ধ্যা বেলা,
জীবনের ছায়ে হেরিতেছি শুধু দু-দিনের হাসি খেলা।
কবিতা আমাকে করিয়াছে পর, কিবা তা'র হ'ল খুঁৎ ;
তুলিয়া রেখেছি 'বেণু বীণা' 'গান' 'চয়নিকা' 'মেঘদূত'।
তুলিয়া রেখেছি আরো যত বই, 'কোষ্ঠির' ফলাফল ;
হাসি আর সুর লাগেনাক ভালো, যেন কটু হলাহল।
অঙ্ক কষিলে পঙ্কে মজিবে, বলিতাম্, করি হেলা ;
আজ জেনো ভাই, বড় ভালো লাগে অঙ্কের সনে খেলা।
কচি ঘাস হেরি পায়ে দলি যাই, আর তাহে নাহি মায়া ;
আমার হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছে আষাঢ়ের ঘনছায়া,
বর্ষাপতাকা হ'য়ে এ'ল নত, শরতের শুনি গান,
কচি কচি ঘাসে, ছোট সাদা মেঘে, বাজে তা'র দূর তান।
কুসুমে কুসুমে মালা গাঁথা হেরি, তার মহা আবাহন :
নূতন আলোকে বিশ্বের বুক কাঁপে বুঝি ঘন ঘন্।
শরতের আলো আসিবার আগে, মনে তুমি রেখো ভাই,
ব্যবধান ভাঙি সুদূর এখানে পুণ তব আসা চাই।